প্রচ্ছদ রিপোর্ট

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের হাল-হকিকত

কবীর-হুমায়ুন

[বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের হাল-হকিকত প্রচ্ছদ রিপোর্টের শিরোনামটি ভুলবশত প্রচ্ছদে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের হাল-হকিকত ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে 'প্রাথমিক'এর স্থলে 'মাধ্যমিক'-নিঃ সঃ।]

শিক্ষকরাই নির্মাণ করেন জাতিকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতির নির্মাতা এই শিক্ষক সমাজই সব আমলে বঞ্চিত থেকেছেন প্রাপ্য সুযোগ ও সম্মান থেকে। রাজনীতি, অর্থনীতি নাগরিক জীবনধারার অনেক পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের জীবনধারার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। স্কুল শিক্ষকের কথা মনে পড়লে আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত ক্লান্ত-ক্লিষ্ট এক মানুষের মুখ। কিছু শিক্ষক দুর্নীতি ও টিউশনি-কোচিং ইত্যাদির মাধ্যমে ভালো থাকলেও সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকরা কখনোই ভালো ছিলেন না, এখনও নেই। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে তাঁরা করুণভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়াও তাঁদের লাগাতার ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক চাপ, সামাজিক দুর্নীতির দংশনে।

বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো সূত্রে বাংলাদেশে বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩,৫১৭টি, যার মোট শিক্ষকের ২,১০৬ জন মহিলা এবং ৬,৩২,২১১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩,৪০,৯৮২ জন ছাত্রী। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০,২৮৪টি। মোট ১,৩০,২৯৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মহিলা ১৭,৩১৪ জন এবং ৫২,৪১,০৬৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৪,৫৯,৪৬৭ জন ছাত্রী। উক্ত সূত্রমতে, দেশে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩১৭টি, যার মোট শিক্ষকের ২,৭৮৮ জন মহিলা। মোট ছাত্রছাত্রী ২,৫১,০৫১ জন এবং ছাত্রী ১,২১,১১১ জন। দাখিল মাদ্রাসা আছে ৪,৮০৬টি। মোট ৫৯,৫৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১,২৫৭ জন মহিলা এবং ১৩,৬১,৭৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪,৮৫,৯৮৪ জন ছাত্রী। স্বতন্ত্র বেসরকারী এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ৫,১৫০টি যার মোট শিক্ষকের সংখ্যা ২৩,১৭৬ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩,৭৭,৭৪৯ জন। এ চিত্র প্রশাসনিক। অন্যদিকে পত্রপত্রিকা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর ও অন্যান্য দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় দু'হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে শুধু অর্থ বরাদ্দের খতিয়ানে।

জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এসব ভুয়া শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষক দেখিয়ে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা সরকারী কোষাগার থেকে অবলীলাক্রমে লোপাট করা হয়েছে। দেখার কেউ নেই, প্রতিকারের কেউ নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এক শক্তিশালী দুর্নীতিবাজ চক্র। যাদের লবি সব সরকারের আমলেই বেশ শক্তিশালী। সরকার বদলের ফলে দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার বদলে গেলেও প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড নেপথ্যে এই দুর্নীতিবাজ লবির হাতেই থেকে যায়। এরা সৎ, দরিদ্র শিক্ষকদের ফাইল আটকে রাখতে পারে, যত্রতত্র বদলি করতে পারে, খামখেয়ালীভাবে শাস্তি দিতে পারে। বহু শিক্ষক এর করুণতম ভুক্তভোগী হয়ে অতিকষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক মহল থেকে বলা হচ্ছে, জাতির মেরুদণ্ড গড়ার দায়িত্ব নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু কিছু মৌলিক সমস্যার কারণে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। যে দেশের অভিভাবকদের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর ও দরিদ্র, বাকি ২০ জনের অধিকাংশই থাকেন অতিব্যস্ত সেখানে ছাত্রছাত্রীর পুরো দায়িত্ব নিতে হয় শিক্ষকের। কিন্তু শিক্ষকদের প্রতি দেশ পরিচালকদের অবহেলা, উচ্চ শিক্ষিতদের উচ্চমার্গীয় অবজ্ঞা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকের কাঁধে আজ ব্যর্থতার বোঝা।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের মৌলিক দাবি

শত অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, বঞ্চনার মধ্যেও বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকরা আজও তাঁদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের স্বার্থে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি জানিয়ে আসছেন।

দুঃখজনকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে দলাদলি আর স্বার্থের সংঘাতে শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ না থাকলেও শিক্ষকদের দাবির আন্দোলন থেমে নেই। তাঁরা মিটিং, মিছিল, সেমিনার, সমাবেশ, প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক সমিতি থেকে বলা হচ্ছে, এটা একটি অনুমোদিত পেশাগত সংগঠন। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষকগণের পেশাগত প্রবৃদ্ধি, মর্যাদার স্বীকৃতি অর্জন,মাধ্যমিক শিক্ষার একটি গতিশীল প্রশাসনিক অবকাঠামো বিনির্মাণসহ বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার সামগ্রিক স্বার্থসংরক্ষণ এবং অভিভাবকের দেয়া দায়িত্ব নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালনই হচ্ছে সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সমিতি থেকে দশ দফা দাবির বাস্তবায়ন চেয়ে বলা হচ্ছে, দশ দফা দাবি কোনো বিলাসী জীবনের উচ্চাভিলাষ নয়, নয় কোনো আর্থিক অর্থপ্রাপ্তির অভিপ্রায় অথবা জাতি বা সরকারের উপরে কোনো অবাঞ্ছিত আর্থিক দায় চাপানোর প্রয়াস। বরং দাবিগুলো বাস্তবায়নে সরকারের কোনো ব্যয় বৃদ্ধি তো হবেই না, বরং সাশ্রয় হবে অনেক।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দাবির যৌক্তিকতা

সহকারী শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান ঃ বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রাণের দাবি তাঁদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেডের পদমর্যাদা প্রদান। এ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ৯৫% দায়িত্ব পালন করেন সহকারী শিক্ষকগণ। এরা প্রায় সকলেই ১ বছরের পেশাগত প্রশিক্ষণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রিধারী। এই পদে পদোন্নতির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শিক্ষকগণ সম্মান চান। তাঁরা